কোভিড

অলংকরণ শান্তনু দে

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

callprasun@gmail.com

স্যর, আজ টোটাল ডেথ প্রায় ৩,০০০। আমেরিকা আর স্পেনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শেষ চব্বিশ ঘণ্টায় শুধু আমেরিকাতেই প্রায় এক হাজার মারা গেছে। আমাদের আজকের কোভিড-স্পেশাল বুলেটিনের এটাই জিস্ট।

রিমা ব্রিফিং শেষ করল।

‘ন্যাশনাল ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট’ লাগু থাকার কারণে ‘কোভিড ১৯’-সংক্রান্ত সব আপডেটের কনটেন্ট নিজে চেক করেন অনিকেত পাকড়াশি। বাকি রুটিন বিষয়গুলো ব্যুরো চিফ রিমা-ই ফাইনালাইজ করে। ‘দ্য ইস্টার্ন হেরাল্ড’-এর মালিক অনিকেত পাকড়াশির বয়স এখন প্রায় সাতান্ন। শেষ পাঁচ-সাত বছর হুইলচেয়ারে। একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর আর হাঁটতে পারেন না। পায়ের পাশাপাশি চোখ দুটোও গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও কিছু হয়নি। ইউএসএ-র ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের মতো হাসপাতালেও অপারেশন সফল হয়নি। অন্ধ এবং পঙ্গু অনিকেত পাকড়াশি শুধু অদম্য মনোবলে এই ‘দ্য ইস্টার্ন হেরাল্ড’ কাগজটা আজও টানছেন। ‘কোভিড ১৯’ শুরু হওয়ার পর থেকে এই অংশটা নিজে একবার চেক করে নেন। এই বয়সে মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কোনও ইচ্ছাই ওঁর নেই। ‘এনডিএমএ’ বেশ শক্তপোক্ত আইন। যে কোনও কোভিড-সংক্রান্ত খবর যদি সঠিক না হয়, তাহলে মামলা হতে পারে। কাগজের মালিক হবেন এফআইআর-এ এক নম্বর অভিযুক্ত।

রিমা সেনগুপ্ত সিমবায়োসিস পুণের ‘মাস কম’ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী। ‘ক্যালকাটা গার্লস’-এর মেয়েদের মধ্যে যে-একটা আভিজাত্য থাকে— সেটার বিচ্ছুরণ ওর মধ্যেও আছে। ভীষণ গোছানো— কাজে এবং শরীরে। মি. পাকড়াশি যে একটা দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি এবং চলনক্ষমতা হারিয়েছিলেন, সেটা সম্পর্কে রিমা অবহিত। রিমা যখন ‘ওয়াশিংটন টাইমস’-এর ইনটার্ন, মি. পাকড়াশি তখন ওই কাগজেরই সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট। মূলত মিডল-ইস্ট এবং সাউথ-ইস্ট এশিয়া দেখতেন। শার্প, গো-গেটিং পলিটিক্যাল করেসপন্ডেন্ট বলতে যা বোঝায়— অনিকেত পাকড়াশি ছিলেন আক্ষরিক অর্থে তাই। গড়পড়তা রিপোর্টারের মতো ক’জন মরল, আর ক’টা বাড়ি পুড়ল— তার খতিয়ান লিখতেন না। চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ, অথচ বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট পাঠাতেন। ‘ওয়াশিংটন টাইমস’-এর মোটামুটি পোস্টার বয় তখন অনিকেত পাকড়াশি।

তাকে রাখা জোবি ওয়ারউইকের ‘ব্ল্যাক ফ্ল্যাগস: দ্য রাইজ অফ আইসিস’ বইটা কোথাও যেন বাড়ির মালিকের পছন্দের স্টাইল স্টেটমেন্ট। আইসিসের দর্শন এবং উত্থানের উপর এর থেকে প্রামাণ্য বই রিমা পড়েনি। রিমাকে বইটা পড়তে বলেছিলেন মি. পাকড়াশিই।

—বইটা প’ড়ো। ভীষন ফ্যাকচুয়াল।

নির্মেদ তথ্যসমৃদ্ধ লেখার প্রতি অনিকেতের দুর্বলতার কথা জানত রিমা। পেশায় সাংবাদিক ওয়ারউইকের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ এতটাই নিঁখুত যে, বইটা পড়ার সময় রিমার মনে হয়েছিল এটা কোনও ডকু-ফিচারের স্ক্রিপ্ট। ওয়ারউইকের এই বইটাই সম্ভবত মি. পাকড়াশির পড়া শেষ বই। তারপর শুধু অনুভব করা, আর শোনা ছাড়া আর কোনও ইন্দ্রিয় কাজ করে না ওঁর।

—আমেরিকার ফিগারটা কত বললে?

অনিকেতের এই ব্যারিটোনটা আজও রিমাকে ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যায়।

—আজ্ঞে প্রায় একহাজার।

রিমা আর একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রিপোর্টের দ্বিতীয় পাতায়।

—স্টেট ওয়াইজ ব্রেক আপটা আছে?

অনিকেত নির্দিষ্ট হচ্ছেন। বরাবরের মতো।

রিমা জবাব দেওয়ার আগেই আশ্বস্ত করলেন, ‘ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, শুধু লস এঞ্জেলেসের কাউন্টটা বলো।’

অনেক বছর আগে ইরাকের রাক্কা থেকে মুসুল যাওয়ার পথে অনিকেতের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল ইয়ং রিমা। ইন্টার্ন হিসাবে ওর মিডল-ইস্ট অ্যাটাচমেন্টের রিপোর্টিং-অথরিটি ছিলেন অনিকেত। ঘুম ভাঙার পর আবিষ্কার করেছিল যে, অনিকেত একটা কালো চাদরে ওকে মুড়ে নিয়েছেন। ওঁর দুই হাতের মধ্যে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, তা ঠিক বুঝতে পারেনি রিমা। আসলে কমফর্টেবল করার এই ক্রাফটটা বরাবরই অনিকেতের অনায়াস।

—লস এঞ্জেলেস একশো সাত। হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন স্যর।

—নামের লিস্ট আছে?

রিমা এক্সেল অ্যাটাচমেন্টটা খুলল।

—ইয়েস স্যর। আছে।’

—রায়ান মিলোস্লাভ, নামটা আছে?

রিমা চোখ তুলল। অনিকেত পাকড়াশি দেখতে পান না। তবু সামনে বসলে কেমন একটা গা শিরশির করে। মনে হয়, এক্স-রে করছেন। ঘ্রাণশক্তি অসম্ভব ভাল। উনি বলেন, চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নাকি ঘ্রাণশক্তির একটা কম্পেনসেটরি গ্রোথ হয়েছে। রিমা কবে চুলে মরোক্কান আরগান অয়েল কন্ডিশনার ব্যবহার করেছে, আর কবে নেক্সাস ব্যবহার করেছে— তা পাঁচ ফিট দূর থেকে একেবারে সঠিক বলে দেন অনিকেত। গাড়িতে একসঙ্গে যাওয়ার সময় ইন্টার্ন রিমার চুলের স্মেল নেওয়ার একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। প্রায়ই নিতেন। জার্নি আর অনিকেত পাকড়াশি— মধ্যপ্রাচ্যে কত মুষলধারে বৃষ্টি যে গাড়িতে ঝাপটা দিয়ে চলে গিয়েছে, তার কোনও কাউন্টই নেই।

—আছে স্যর। একনম্বর নামটাই।

হাসি। সেই হাসি। ভয় ধরানো আর মনভোলানোর একটা নিখুঁত মিশেল।

—স্টোরিটা আপলোড করে দাও।

হুইলচেয়ারটা ঠেলে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন অনিকেত।

নিউজটা আপলোড করে বাড়ি ফিরছিল রিমা, নিজেই ড্রাইভ করে। যে যাই বলুক, কলকাতা এখনও মেয়েদের জন্য সেফ সিটি। নতুন পুলিশ কমিশনার-এর টুইটার হ্যান্ডেলটা বেশ ভাল, ফলো করে রিমা। দু’-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কলকাতা আজও অনেক শহরের থেকে সেফ। অ্যাটলিস্ট দিল্লির থেকে তো বটেই। ভারতের রাজধানীর একটা সুনাম আছে। মসনদে যে-ই বসুক, নারী একইরকম ‘নিরাপদ’ বোধ করে। এত ‘অপরিবর্তিত’ আইনশৃঙ্খলা বোধহয় পৃথিবীর কোনও রাজধানীতেই নেই। অ্যাবসোলিউট জিরো।

গাড়ি চালাতে চালাতে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল রিমার।

একবার সিরিয়া-র পামাইরা থেকে গাড়িতে ইরাকের কিরকুক যাচ্ছিল অনিকেতের সঙ্গে। ভীষণ ডিফিকাল্ট একটা রুট, পামাইরা থেকে আল-বু-কামাল হয়ে একেবারে বাগদাদ পর্যন্ত তখন আইসিস-এর আধিপত্য। বেশ কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিককে হত্যাও করা হয়েছে আমেরিকার এজেন্ট সন্দেহে। সেখানে ‘ওয়াশিংটন টাইমস’-এর দুই সাংবাদিকের এই লম্বা সফর মোটামুটি ‘মিশন ইম্পসিবল’ গোছের। অনিকেতকে একবার সেটা বলেওছিল রিমা।

সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া। ‘আই হ্যাভ মাই সোর্সেস অ্যান্ড রিসোর্সেস।’

আইসিস-এও কি লোক ছিল অনিকেতের? অনেকগুলো ফোনও করেছিলেন। আরবিটা খুব ভাল রপ্ত ছিল অনিকেতের, আর রিমা সেটা একদম বুঝত না। সেই থেকেই রিমা অনিকেতের এই ‘সোর্সেস’ আর ‘রিসোর্সেস’ ব্যাপারটাতে কিউরিয়াস।

সোশ্যাল প্রুফ সিকিউরিটির সিইও মাইকেল টোবাককে টুইটারে ফলো করে রিমা। শিল্পপতি ওয়ারেন বাফেট-এর টুইটার অ্যাকাউন্ট যখন হ্যাক হয়েছিল, তখন খুব চমৎকার একটা টুইট করেছিলেন মাইকেল টোবাক। বলেছিলেন, ‘আমার দেখা সবচেয়ে বড় সাইবার হানা। কিন্তু এতে কোনও সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়নি।’ মাইকেলের লেটেস্ট টুইটে চোখ আটকে গেল রিমার।

‘স্যাডেনড অ্যাট দ্য আনটাইমলি ডিমাইস অফ রায়ান মিলোস্লাভ। এ লং টাইম ফ্রেন্ড অ্যান্ড আ পাওয়ারফুল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর।’

নামটা চেনা-চেনা লাগলেও তখন ঠিক মাথায় আসেনি রিমার। নেটে রায়ানকে জানা গেল। আগে ‘দ্য টাইমস’-এ ছিলেন, পরে প্রিন্ট ছেড়ে সোশ্যাল মিডিয়া জার্নালিজম করতেন। প্রচুর ফলোয়ার।

ও, তাহলে এই নামটাই অনিকেতবাবু বলছিলেন। প্রতিদিন খবর শোনেন খুব মন দিয়ে। কম্পেনসেটরি গ্রোথ। ভাবছিল রিমা।

> মনে আছে অ্যালেক্সের। ওরকম ঘটনা রোজ ঘটে না। গাড়ি চালিয়ে অফিসে থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মি. পাকড়াশি। দুর্ঘটনা যে কোনও সময়েই হতে পারে, কিন্তু উনি পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছিলেন যে, এটা একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, এবং এর মধ্যে পেশাগত শত্রুতার কারণটাই মোটিভ বলে উনি মনে করেছিলেন।

পরের দিনের কোভিড আপডেট। অনিকেতকে ভীষন রিল্যাক্সড লাগছিল। ‘তুমি ধরে নিয়েছ বেসিকটা। নো নিড টু রিড আউট দ্য এনটায়ার। শুধু এটুকু বলো, শিকাগোর কাউন্টটা আছে কি না? শিকাগো দেখো। লিস্টটা খোলো। আলফ্রেড সান্তানা বলে কারও নাম আছে?’

ছিল। আলফ্রেড-ও মারা গিয়েছেন। অনিকেতের অনুমান নির্ভুল। আলফ্রেডকে লিংকডইন-এ পাওয়া গেল। অনেকটা রায়ান মিলোস্লাভ-গোছেরই বায়ো। মূলত সাংবাদিক, ডকুমেন্টারি বানাতেন, আফগানিস্তানে অনেক বছর কাজ করেছেন। ২০০১-’০২ সালে আহমেদ শাহ মামুদের নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের উপর ওঁর লেখা একটা রিপোর্ট বেশ চর্চিত হয়েছিল। শিকাগোর একটা ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। পুলিশ লাশের স্তূপের মধ্যে প্রথমে শনাক্ত করতে পারেনি। পরে একজন সাংবাদিক পুলিশকে জানায়। সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যু স্বীকার করা হয়েছে।

‘আল জাজিরা’ এমনিতে অনিকেতের খুব প্রিয় চ্যানেল। চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আর দেখা হয় না, কিন্তু শোনেন। বাড়ির কাজের লোকটি চালিয়ে দিয়ে চলে যায়, অনিকেত শোনেন। বহু বছর মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করার সুবাদে এই চ্যানেলে অনেক পরিচিত এবং বন্ধু আছে ওঁর। পরদিন ঘরে ঢুকে রিমা দেখল, তিনি ‘আল জাজিরা’ শুনছেন। আজকাল স্মার্ট টিভিগুলো টিভি আর অ্যান্ড্রয়েডকে মোটামুটি একটা কনভারজেন্সে নিয়ে এসেছে। ইউটিউবে ‘আল জাজিরা’ চলছিল। রিমা বসল।

পর্দায় সেই ভয়াবহ দৃশ্য। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া— সব মহাদেশেই প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছেন। এবং যেটা সবচেয়ে ভয়াবহ, লাশের স্তূপ জমছে। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যকর্মীরা কোনওমতে দেহগুলিকে গাড়িতে তুলছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরাও মানুষ, ওঁদেরও জীবনের মায়া আছে, পরিবার আছে, যতটা সম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে তাই মৃতদেহগুলোকে সরানোর চেষ্টা করছেন ওঁরা। এই মৃতদেহের স্তূপ শেষ কবে দেখেছে পৃথিবী?

—রিমা, ক্যারোলিনা হেরেরা?

অনিকেত রিমার পারফিউমের ব্র্যান্ড বোঝার চেষ্টা করছেন।

—স্যর।

—ক্যারোলিনা হেরেরার প্রেজেন্টেশনটা কি আজও ওরকমই আছে?

মেয়েদের হিল-তোলা জুতো বা স্টিলেটো-র আদলে তৈরি একটা কন্টেনারে পাওয়া যায় এই পারফিউমটা। এটাই সম্ভবত অনিকেতের পছন্দের কারণ।

—ইয়েস স্যর, একই আছে।

—হুম, সবচেয়ে ফেমিনিন প্রেজেন্টেশন। অনিকেত জোরে শ্বাস টানলেন।

গা-টা শিরশির করে উঠল রিমার।

—স্যর, আজকের বুলেটিনটা?

—তুমি ফাইনালাইজ করে নিও।

—স্যর। আজ কোনও স্পেসিফিক নাম সার্চ করার দরকার আছে? রিমা একটা আলতো টোকা মারল।

কালো চশমায় ঢাকা চোখের কোনও অভিব্যক্তি এমনি বোঝা যায় না। তবুও মুখের পেশি যেন একটু শক্ত হল।

—না।

‘আল জাজিরা’-র সংবাদ ভাষ্যকার বলে যাচ্ছেন যে, অগণিত মৃত্যুতে দিশাহারা আমেরিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোভিড বা কোভিড-সাসপেক্ট ডেথ কেসগুলোর আর পোস্টমর্টেম হবে না। এতে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা একটু বাড়বে। ‘নো পোস্টমর্টেম ইন সাসপেক্টেড কোভিড ডেথস।’

অফিসে ফিরে রুটিন চেকিং আর আপলোডিংয়ের পর রিমা একটা ফোন করল। অ্যালেক্স। ‘ওয়াশিংটন টাইমস’-এর ডেস্কে আছে। রিমার থেকে বছর তিনেকের সিনিয়র ছিল কাগজে। ইন্টার্নশিপ শেষ করার পর রিমা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয় পারিবারিক কারণে। অনিকেত তখনও ‘ওয়াশিংটন টাইমস’-এ কর্মরত। সেই সময় অবশ্য মিডল-ইস্ট ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে সরে এসে ইউএস-এ অ্যাসাইনমেন্ট করতেন। এবং সেখানেও অসম্ভব সফল ছিলেন।

অ্যাক্সিডেন্টের পর অনিকেত দেশে ফিরতে বাধ্য হন। অন্ধ এবং পঙ্গু সাংবাদিকের কোনও চাকরি হয় না। দেশে ফিরে এসে ‘দ্য ইস্টার্ন হেরাল্ড’ খোলেন। রিমাকে যোগাযোগ করেন এক বন্ধুর মাধ্যমে। পুরনো বস, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পেশায় ফিরতে পারার কিক, রিমা হ্যাঁ বলতে দু’-মিনিটও নেয়নি। সেই থেকেই ‘দ্য ইস্টার্ন হেরাল্ড’।

—হাই অ্যালেক্স?

—হাই রিমা, আফটার এ লং টাইম।

প্রাথমিক কথাবার্তা এবং শোচনীয় কোভিড-পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য বিনিময়ের পরে রিমা প্রসঙ্গে এল।

—অ্যালেক্স টেল মি ওয়ান থিং।

অনিকেত পাকড়াশির অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়টা নিয়ে অ্যালেক্সকে জিজ্ঞাসা করল, ‘মনে আছে?’

মনে আছে অ্যালেক্সের। ওরকম ঘটনা রোজ ঘটে না। গাড়ি চালিয়ে অফিসে থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মি. পাকড়াশি। দুর্ঘটনা যে কোনও সময়েই হতে পারে, কিন্তু উনি পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছিলেন যে, এটা একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, এবং এর মধ্যে পেশাগত শত্রুতার কারণটাই মোটিভ বলে উনি মনে করেছিলেন।

পুলিশ অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করে, এবং সংবাদমাধ্যমগুলো নিজেদের মতো করে তদন্ত করে। তদন্তে একদম নির্দিষ্ট করে কিছু উঠে আসেনি, তবে পুলিশি তদন্ত এবং মিডিয়ার অনুসন্ধানে যে তিনজনের নাম উঠে আসে— তারা হল রায়ান মিলোস্লাভ, আলফ্রেড সান্তানা এবং টনি রোবাক।

কেউ যদি কাউকে খুন করাতে চায়, এটাই হয়তো আদর্শ সময়। অনেক লাশের মৃত্যুমিছিলে হারিয়ে যাওয়া আর একটা লাশ। ‘আল জাজিরা’-র সংবাদপাঠকের গলাটা কানে বাজছে রিমার। ‘কোনও পোস্টমর্টেম হবে না’।

অনিকেত পাকড়াশি সবসময় বলতেন, ‘আই হ্যাভ মাই সোর্সেস অ্যান্ড রিসোর্সেস।’

রায়ান মিলোস্লাভ, আলফ্রেড সান্তানা, টনি রোবাক। প্রথম দু’জন মৃত। কোভিডে? রোবাক? পরের যে কোনও দিন অনিকেত কনফার্মেশন চাইবেন— ‘নিউ ইয়র্কের লিস্টটা খোলো।’

কেমন যেন ভয় করছে রিমার!